যুগান্তর

তারিখ ... 07 JUL 2005
পৃষ্ঠা ... ২০

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খসড়া আইন প্রত্যাখ্যান করলেন উদ্যোক্তারা

যুগান্তর রিপোর্ট

এসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ গতকাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণীত খসড়া আইন তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ প্রস্তাবিত আইনটি বাস্তবায়ন করা হলে উদ্যোক্তাদের কর্তৃত্ব অনেকাংশে সরকারের হাতে চলে যাবে। যা উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের কাম্য হতে পারে না। এছাড়া তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আইনটি তৈরি করা হয়নি।

রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি কমোডোর এমএ রহমান (অব.), আবুল কাশেম হায়দার, ড. আনোয়ারুল আবেদীন, ড. এম আলিমুল্লাহ মিয়া, আনহার এ চৌধুরী প্রমুখ।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণীত প্রস্তাবিত আইনটির বিরোধিতা করে কমোডোর এমএ রহমান সাংবাদিকদের বলেন, উদ্যোক্তারা নিজ সঞ্চিত অর্থ দিয়ে সরকার ও দেশীয় আইন অনুযায়ী এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থাপন করেছে। তাই নতুন

আইন : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

আইন : বেসরকারি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আইন করে ব্যক্তিগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা কোনভাবেই আইনসঙ্গত হতে পারে না। তিনি অভিযোগ করেন, প্রস্তাবিত আইনটি হবে জবরদখল আইন। এ আইন এই খাতের বিকাশকে রুদ্ধ করবে। তবে তিনি আইনের সংশোধনের পক্ষে মতামত দেন এবং এজন্য তারা তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার দাবি জানান।

আবুল কাশেম হায়দার বলেন, দেশে বিদ্যমান ৫৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৩ রকমের টিউশন ফি'র স্তর বিরাজ করছে। শিক্ষার অন্যান্য স্তরও বিভিন্ন রকম বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান খারাপ ও নিয়মনীতি মানতে পারছে না প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে তাদের কর্মকাণ্ড আরও ভাল করতে হবে। তিনি বলেন, এসোসিয়েশন মনে করে, যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনিয়ম, নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ আছে, যারা মানসম্মত শিক্ষা দিতে ব্যর্থ তাদের বন্ধ করে দেয়া উচিত।

ওরা সদস্য নয় : সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই লিখিতভাবে বলা হয়েছিল, বিদ্যমান ৫৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই এসোসিয়েশনের সদস্য। কিন্তু নানা অনিয়মের অভিযোগে বন্ধের সুপারিশকৃত ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে এসোসিয়েশনের দৃষ্টিভঙ্গি সাংবাদিকরা জানতে চাইলে, এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি আবুল কাশেম হায়দার বলেন, ওরা আমাদের সদস্য নয়।